এরিস্টটলের মতে শিল্পের সাধারণ ধর্ম ঃ

এরিস্টটলের পূর্ব থেকে গ্রীসের কবি-শিল্পী-মনীষীদের ধারণা ছিল—শিল্প অনুকরণ বিশেষ ; অনুকরণের এক বিচিত্র প্রক্রিয়া। এঁদের মতে শিল্পের বা সাহিত্যের প্রেরণা আসে মানুষের অনুকরণ বৃত্তি নামক মানসিক প্রক্রিয়া থেকে। সক্রেটিস তাঁর 'ডায়লোগ' গ্রন্থে বলতে চেয়েছেন যে—শিল্পসৃষ্টি দৈব-প্রেরণার আবেশের মতো এক উদ্দীপিত ও ভাবাবিষ্ট অবস্থার রচনা। সক্রেটিসের শিষ্য মনীষী প্লেটোর ধারণা—শিল্পসৃষ্টি হচ্ছে অনুকরণ—মাইমেসিস ; তাঁর কথায়—'imitation is a begger wedded to a beggar and producing beggarly childern'। এই কঠিন মন্তব্যের মূল কারণ, প্লেটো মনে করতেন যে কবিগণ সত্যকে যথাযথভাবে অনুসরণ করেন না। শিল্পের জন্ম তত্ত্বজ্ঞান (Truth) থেকে নয়—একটা আবেগ উদ্ভাসিত মন থেকে। এরিস্টটল এ কথা মেনে নিতে পারেননি। তিনি শিল্পের একটি প্রচলিত সংজ্ঞা গ্রহণ করেছেন—'Art is imitation mimesis' তিনি চলমান মানবজীবনকেই শৈল্পিক অনুকরণের মুখ্য বিষয় বলে গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতির অবিকল অনুকরণ বা জীবজন্তুর হুবহু অনুকরণে শিল্প সৃষ্টি হতে পারে না—সেই অনুকরণের মধ্যে শিল্পী ও কবি মনের পৃথক প্রেরণা সঞ্চারিত করে দেন। এতেই শিল্প হয়ে ওঠে আরও জীবন্ত এবং আকর্ষণীয়। অনুকরণ বৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনায় এরিস্টটল যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন—'Objects which in themselves we view with pain, we delight to contemplate when reproduced with minute fidelity such as the forms of the most ignoble animals and of dead bodies.'।

এরিস্টটলের গুরু প্লেটো বিশ্বাস করেছেন—শিল্পের সৃষ্টি 'in a state of divine insanity' শিল্পসৃষ্টিকে দৈবপ্রেরণা বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তবে দৈব প্রেরণাকে আবেগ জনিত প্রলাপের মধ্যে ফেলতে চেয়েছেন। এরিস্টটল কিন্তু দৈব-প্রেরণার উপর কোনোপ্রকার গুরুত্ব দেননি। তাঁর মতে মানুষের মধ্যে দুটি প্রবৃত্তি (Instinct) কাজ করে ; একটি 'instinct of imitation', অপরটি 'instinct for harmony and rhythm'। মানুষের সহজাত প্রকৃতিতে অনুকরণ প্রবৃত্তি প্রধান ভূমিকা নেয়। এরিস্টটল তাই 'মাইমেসিস'কেই কাব্য বা সাহিত্য-শিল্পের সাধারণ লক্ষণ বলে ধরে নিয়েছেন। তিনি মনে করেন, এই মাইমেসিসের উদ্দেশ্য প্রকৃতির বিশেষ রূপ ব্যক্ত করা এবং এমন করে ব্যক্ত করা যাতে তার মধ্যে universal বা সামান্যের রূপ অভিব্যঞ্জিত হয়। মাইমেসিস বিষয়টির তিনটি প্রকাশ (১) বিশেষরূপে নির্বিশেষকে প্রকাশ করে, (২) কল্পনার প্রকাশ—সকল সময় যুক্তিগ্রাহ্য নয়, (৩) আবেগোদ্দীপক রূপ প্রকাশ থাকে। 'মাইমেসিস'-এর মূল কথা মানুষ সৃষ্টিতে যা দেখে তাকেই প্রতিরূপ কল্পনার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করে। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে কবি ও শিল্পীর কাব্যে ও শিল্পে প্রকৃতির জগৎ যেমন সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রেরণা জোগায়, তেমনি সৃষ্টির মধ্যে এক অনাবিল আনন্দের অভিব্যক্তি ঘটায়, অর্থাৎ সৌন্দর্য ও আনন্দের জগৎ যুগপৎভাবে উদ্ভাসিত হয়।

অনুকরণ মাত্রেই আনন্দ দান করে ; কারণ এর মধ্যে দুটো বিষয় থাকে—(১) Improvement of moral, (২) Progress of mind। এরিস্টটল শিল্পের সাধারণ ধর্ম প্রসঙ্গে সোজাসুজিভাবে এ কথা না বললেও তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে শিল্পের মধ্যে একটা মহনীয় সত্তার ও বোধের

Scanned with CamScanner

প্রকাশ ঘটে ; এই প্রকাশের দ্বারা মনের মধ্যে একটা lofty idea-এর উন্মেষ ঘটে। একেই অন্য ভাষায় বলা যায় সংযোগের আনন্দ—'aesthetic pleasure'। এককথায় শৈল্পিক আনন্দ হল সৃষ্টিজনিত আনন্দ—এর উৎস অনুকরণ, শেষ মোক্ষ বা আনন্দ। এরিস্টটলের ভাবনায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, সৌন্দর্য, আনন্দ, চিত্তোৎকর্ষ প্রভৃতির মধ্যে একটি নিগূঢ় সম্পর্ক ধরা পড়েছে এবং শিল্পমাত্রেরই অন্তরঙ্গ লক্ষণের মধ্যে তা নিহিত হয়ে আছে, শিল্পের আসল ধর্ম তা যেমন সৌন্দর্য ও আনন্দ সৃষ্টি করে, তেমনি আবার বোধকেও জাগ্রত করে। বোধের জাগরণ বলতে ভাব ও চিন্তার সমুন্নতির কথা মনে আসে, এরিস্টটল ট্র্যাজেডি কিংবা মহাকাব্য-এর উপাদান নির্ধারণ করতে গিয়ে 'Thought'-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সমগ্রভাবে যা আমাদের জীবন-সম্বন্ধীয় বোধ বাড়িয়ে দেয়, কিংবা আমাদের চিন্তাশক্তি ও জ্ঞান বাড়িয়ে দেয় তাকেই 'Thought' বলা হয়েছে। এরিস্টটলের কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'Thought...is found where something is proved to be or not to be, or a general maxim is enunciated'। এ কথা প্রাচীন গ্রীকরা অস্বীকার করেননি যে কবি বা শিল্পীর কাব্যে ও শিল্পে জীবনের রূপ-রস প্রকাশে যেমন সৌন্দর্য ও আনন্দ সৃষ্টি হয়, সেই সঙ্গে মানসিক উৎকর্ষও সাধিত হয়। এই মানসিক উৎকর্ষকে কেউ কেউ 'নৈতিক উৎকর্ষ' নাম দিয়ে থাকবেন। এরিস্টটলের অনুকরণ কথাটি বিশ্লেষণে এরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়— 'Imitation is the idealistic representation of universal element in human nature and sight'।

শিল্পের সৌন্দর্য প্রসঙ্গে এরিস্টটল সোজাসুজি কোনো কথা বলেননি ; তবে তাঁর ট্র্যাজেডি সংক্রান্ত আলোচনায় স্পষ্টই ধরা পড়েছে যে সৌন্দর্য ও আনন্দ শিল্পীর শিল্পেরই আনুষঙ্গিক ফল। কবি বা শিল্পী কাব্যে বা শিল্পে জীবনের অনুকরণ করতে গিয়ে জীবনকে নতুনভাবে সৃষ্টি করেন—সামাজিকের নিকট তাঁর একটা আবেদন জাগে। শিল্পী অনুকরণ করেন এবং সেই অনুকরণ বা শিল্পের নব সৃষ্টির রূপায়ণে সামাজিকগণ আনন্দলাভ করেন। এই আনন্দ সৃষ্টির জন্য শিল্পীকে পৃথকভাবে যত্ন নিতে হয় না ; সচেতনভাবে প্রয়াস করতে হয় না। এই বিষয়টিকে আলংকারিক পরিভাষায় বলা যেতে পারে 'অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্য' ব্যাপার।

শিল্পী বা কবির কাজ সামাজিকের মনে আনন্দ দেওয়া—এ বিষয়টিকে ধরে নিয়ে এস্‌কাইলাস প্রসঙ্গক্রমে ইউরিপিডিসকে যেন প্রশ্ন করেছেন 'What are the principal merits entitling a poet to praise and renown' ? ইউরিপিডিস সংক্ষেপে এর উত্তর জানাতে গিয়ে বলেছেন—

'The improvement of morals, the progress of mind
When a poet by skill and invention
Can render his audience virtuous and wise'.

শিল্পীর শিল্পে কেবল সুন্দরের সাধনা নয়, সেই সঙ্গে থাকে সত্যের চেতনা। নদীর ঢেউ-এ জলের সঙ্গে থাকে গতি ; গতি থাকে বলে নদীর জল কখনও পুরাতন হয় না। গতির চিরন্তনতাই তার সত্য—গতির ধারাই তার সৌন্দর্য। শিল্পের সৌন্দর্য ও সত্যে এরিস্টটল বিশ্বাসী ছিলেন ; কিন্তু তাঁর গুরু যুক্তিবাদী ও বুদ্ধিবাদী প্লেটো এতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই তিনি তাঁর স্বপ্নের রিপাব্লিক থেকে কবিদের নির্বাসন চেয়েছিলেন।

Scanned with CamScanner

অনুকরণ-বাদ ঃ

মানুষ তার চতুর্দিকে পরিবেষ্টনীতে যা দেখে তাকেই অনুকরণ করতে চায়। শিশু তাঁর মায়ের অঙ্গভঙ্গী, হাসি প্রভৃতিকে অনুকরণ করে। নৃত্যকলা, সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য, সাহিত্য, অভিনয় প্রভৃতি সমস্ত প্রকার কলাবিদ্যারই উৎপত্তির মূলে যে এই অনুকরণ-প্রবৃত্তি এ কথা প্রাচীন গ্রীকরা বিশ্বাস করতেন। আজও অনেকে বিশ্বাস করেন এ কথা, এতে সন্দেহ নেই।

প্লেটোই তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিবিধ আলোচনার দ্বারা অনুকরণবাদকে স্পষ্ট করে তোলেন প্রথম। তাঁর কথায়, শিল্প-সৃষ্টি হচ্ছে অনুকরণের এক প্রক্রিয়া। তবে এই অনুকরণ প্রক্রিয়াকে তিনি মর্যাদার স্থান দিতে চাননি। তিনি মনে করেন, শিল্পের জন্ম মানব-মনের এক আবেগ-প্রবণতা থেকে ; তত্ত্বজ্ঞান বা সত্যের অনুভূতি থেকে নয়। প্লেটো তাই কবিদের সৃষ্টিকে তত্ত্বজ্ঞানবঞ্চিত এবং যুক্তিহীন বলে মনে করেছেন। এরিস্টটল এই অর্থে

Scanned with CamScanner

'অনুকরণ' কথাটির তাৎপর্য গ্রহণ করেননি। তাঁর কথায়, 'Art is imitation mimesis' ; অর্থাৎ শিল্প-কাব্য-সঙ্গীত-চিত্র প্রভৃতির সাধারণ ধর্মই অনুকরণ ; সাহিত্য-শিল্পের বিভিন্ন শাখায় এই অনুকরণের রূপ-বিশেষের অভিব্যক্তি ঘটে। সাহিত্য বা কাব্যের বিভিন্ন শাখার পার্থক্য ঘটে প্রধানত অনুকরণের তিনটি বিষয়ে—(১) অনুকরণের মাধ্যম, (২) অনুকরণের বিষয়, (৩) অনুকরণের রীতি।

এরিস্টটল তাঁর Poetics গ্রন্থের প্রথম চারটি অনুচ্ছেদের অনুকরণের সাধারণ ধর্ম ও বিশেষ লক্ষণগুলির কথা আলোচনা করেছেন। অনুকরণের মাধ্যম কখনও ছন্দ-ভাষা-সঙ্গীত প্রভৃতি হয়ে থাকে ; কখনও গদ্য বা পদ্যের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। আবার নানাবিধ মাধ্যমের সমবায় ঘটতে পারে। অনুকরণের বিষয় হবে সামাজিক মানুষ ; কখনও উন্নত রূপে কখনও বা হেয় রূপে, আবার কখনও বা যথাযথরূপে উপস্থাপিত হতে পারে। তবে প্রত্যেক প্রকার অনুকরণে বৈচিত্র্য থাকবে, এতেও কোনো সন্দেহ নেই—পৃথক ধরনের বস্তু অনুকরণ করতে গিয়ে পৃথক শ্রেণি হয়ে দাঁড়াবে—এতে কোনো বিতর্ক নেই। বিভিন্ন কলা সৃষ্টি আসলে 'modes of imitation'।

পলিগনোটাস মানুষকে তার বাস্তব রূপের চেয়ে মহত্তর রূপে দেখিয়েছেন, পৌসন এঁকেছেন-হেয় রূপে ; অথচ ডাওনিসিয়াস তাকে রূপ দিয়েছেন যথাযথরূপেই। প্রত্যেকেই অনুকরণ করেছেন; কিন্তু প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির ধরন অনুযায়ী অনুকরণের রূপ হয়েছে পৃথক। আবার কখনও অনুকরণ হয় বর্ণনার মাধ্যমে, কখনও তা হয় দর্শক সম্মুখে জীবন্ত ক্রিয়াশীল রূপে উপস্থাপিত করে। হোমার বর্ণনার মাধ্যমে অনুকরণ করেন ; এরিস্টফেনিস পাত্রপাত্রীকে বাস্তব ও জীবন্ত করে তুলে ধরেন। এই অনুকরণের মধ্যেই নিহিত হয়ে থাকে কাব্য সৃষ্টির প্রেরণা। অনুকরণ আমাদের স্বভাবের অন্যতম সহজবৃত্তি বা সংস্কার ; এই সংস্কারকে কাব্যসৃষ্টির সময় কিংবা কাব্য উপভোগের সময় গতিশীল হতে লক্ষ্য করা যায়। গতিশীলতার দ্বারা তার স্বকীয়তার উপলব্ধি ঘটে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিশু জন্মের পর থেকে মাতাপিতাকে অনুকরণ করতে থাকে—কথাবার্তা, চলাফেরা, হাসি, তাকানো প্রভৃতি সব কিছুই শিশু অনুকরণ করে এবং এইভাবে অনুকরণের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তার স্বকীয়তা প্রকাশিত হয়। অনুকরণের মধ্যে শিশু একটা আনন্দের বোধ খুঁজে পায়। শিল্পী যে অনুকরণ করতে চায়, তাও আনন্দের তাগিদে ; আনন্দের প্রেরণায় তাই কবি ও শিল্পী পরিদৃশ্যমান জগতের বাস্তব চিত্র আঁকতে চান। সৃষ্টির মধ্যে যে অনুকরণ প্রক্রিয়া থাকে, তা ফটোগ্রাফীর মতো হুবহু নকল নয় ; শিল্পী আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে বাস্তবের পটভূমিকায় কল্পনার রামধনু গড়ে তোলেন—তাকেই আমরা 'সৃষ্টি' নাম দিয়ে থাকি। এরিস্টটল বলেছেন 'imitation is the idealistic representation of universal element in human nature and sight'।

প্লেটো অনুকরণকে বলেছেন 'divine'—তাঁর মতে কবিগণ দৈব-প্রেরণার বশে আবেগের উন্মাদনায় কাব্য-সৃষ্টি করেন। তাই কাব্যে যুক্তি বিচার যেমন নেই, তেমনি নেই তাতে সত্যের (Truth) প্রতিষ্ঠা। এরিস্টটল বিষয়টিকে একটু পৃথক ভাবে দেখতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেন, কাব্যশিল্প মননবৃত্তির জগতের সন্ধান দেয় না, তার সৃষ্টি হয় সহজ সমবেদনা ও ভাব-তন্ময়তার পরিবেশে। আবেগের কথাই সেখানে মুখ্য ভূমিকা নেয়—জীবনের এক আনন্দময়

Scanned with CamScanner

রসঘন প্রকাশ সেখানে বড় হয়ে ওঠে। প্রকৃতির আদর্শায়িত অনুকরণ (idealising imitation) ঘটে বলেই এর মধ্যে এত আনন্দের রসধারা। তাই এরিস্টটল 'মাইমেসিস'কে কোনো যান্ত্রিক অনুকরণ মনে করেননি।)

(এরিস্টটলের মতে universal truth-কে আবিষ্কার করাই কাব্য ও সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ। বিশেষ জীবনের রূপচিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে নির্বিশেষকে উদ্ভাসিত করে তোলাই শিল্পীর প্রধান লক্ষ্য। সাহিত্য বাস্তবের মধ্য দিয়ে অসীমের সন্ধান করে—বাস্তব তার উপলক্ষ্য ; আদর্শ তার লক্ষ্য।) যে বাস্তবের মধ্য দিয়ে অসীমের প্রকাশ ঘটে, সেই বাস্তবই সাহিত্যের উপজীব্য হয়ে তার মূল লক্ষ্যের পথে ধাবিত হয়। (সাহিত্য তাই বাস্তবকে বা বিশেষকে অনুকরণ করে ; সৃষ্টি করে নির্বিশেষকে ; এবং তারই মধ্য দিয়ে এক আনন্দের সহজাত প্রেরণা লাভ করে।)

(দর্শনের সত্য, ইতিহাসের সত্য, কাব্যের সত্য এক নয়। দর্শনের মধ্যে আছে সত্য বা truth, ইতিহাসের সত্যে আছে তথ্য বা fact ; আর কাব্যের সত্যের জগতে আছে বিশেষের সঙ্গে নির্বিশেষের মিলন। বিশেষ বস্তুরূপকে যে কাব্য প্রকাশ করে, এ কথা সঠিক নয় ; কারণ বিশেষ ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করলেই তা কাব্য হয় না। এরিস্টটল খুব সহজভাবে বুঝিয়ে দিলেন কথাটি।

('It is not the poet's function to tell of real events, but of such as might happen, and of things possible according to probability or necessity') (এই বিষয়টিকেই তিনি অন্যত্র বিশ্লেষণ করেছেন— "It is not the function of the poet to relate what has happened, but what may happen—what is possible according to the law of probability or necessity")

(ঐতিহাসিকের সঙ্গে কবির বা শিল্পীর মৌল পার্থক্য এইখানেই। ঐতিহাসিক যা ঘটেছে, তাই বিবৃত করেন—'related what has happened' ; কিন্তু কবিগণ মানসচক্ষে তুলে ধরেন—কি সম্ভাব্য ঘটনা ঘটতে পারে—'What may happen'। ঐতিহাসিক বিশেষ ঘটনাকে তুলে ধরেন ; আর কবি সৃষ্টি করেন বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষকে। কবির কাজ বিশেষের মধ্যে সামান্যের (universal) যে সম্ভাবনা আছে, তাকেই ব্যক্ত করে তোলা। ইতিহাসের প্রাণ—'তথ্য' ; সাহিত্যের প্রাণ 'কল্পনার সত্য') তথ্য হল ঘটনার বিবরণ, সত্য হল ঘটনার রূপায়ণে সৃজন প্রক্রিয়ার শিল্প। (এরিস্টটলের মতে—'Poetry, there, is more philosophical and a higher than history; for poetry tends to express the universal, history the particular'।)

(ইতিহাস ঘটনা বিশেষ এবং ব্যক্তি বিশেষের জীবনকে বিবৃত করে ; এক বিশেষ দেশ-কালের সীমারেখায় এই ব্যক্তি বিশেষের জীবন সীমাবদ্ধ। এর কোনো সার্বভৌম রূপ নেই। কাব্যেও ব্যক্তি-বিশেষের জীবন প্রতিফলিত হয়—তবে সেই বিশেষ ঘটনার পরিক্রমণে নতুনভাবে সৃজনের মাধ্যমে নির্বিশেষ হয়ে ওঠে—Particular হয়ে ওঠে universal-এর বিষয়। এইভাবে কাব্যে ও সাহিত্যে একটি সার্বভৌম সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়) (অনুকরণ-এর বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য হোমারের ইলিয়াড মহাকাব্যের অষ্টাদশ সর্গে বর্ণিত বীর একিলিসের ঢালখানির কথা মনে আসে। গ্রীক বিশ্বকর্মা হেপাইসটস এই ঢালখানি তৈরি করেছিলেন ; এতে পাঁচটি স্তরে চিত্তাকর্ষক

Scanned with CamScanner

বিভিন্ন দৃশ্যের অনুকরণ (১) সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র খচিত আকাশের তলে পৃথিবী ও সমুদ্রের চিত্র, (২) দুটি সুন্দর নগরী দুপাশে—একটিতে যুদ্ধদৃশ্য, অপরটিতে বিবাহোৎসব ও নৃত্য-গীত-বাদ্যের দৃশ্য, (৩) কর্ষিত উন্মুক্ত প্রান্তর, (৪) শস্যক্ষেত্রের বুকে রাজা দণ্ডায়মান (৫) দ্রাক্ষাকুঞ্জের সরু পথে বীণা-বাদন রত বালকেরা, (৬) হৃষ্টপুষ্ট একটি ষাঁড়ের উপর দুটি বন্য সিংহের আক্রমণ এবং গোপালকদের অসহায় দৃষ্টি, (৭) উপত্যকার বুকে চরণভূমি ও মেষদের বিচরণ-চিত্র, (৮) নৃত্য-প্রকোষ্ঠে যুবক-যুবতীদের নৃত্য এবং চারণকবির বীণা সহযোগে গান, (৯) ঢালের পরিধিতে সমুদ্রের প্রবাহ। একটি বিশালাকৃতি ঢালের উপর এতগুলি দৃশ্যের বাস্তব রূপচিত্র—যেন বাস্তবের অবিকল রূপ ; অথচ সৌন্দর্যের পুষ্টি। বাস্তব ও কল্পনার অপূর্ব সমন্বয়ে গ্রীক পুরাণের বিশ্বকর্মার এই সুদৃশ্য ঢালটি যেন কাব্য-সাহিত্য-শিল্পের রূপক। রূপের বাস্তবকল্পতা যত, ততই তার চমৎকারিত্ব ; ততই তাতে অনির্বচনীয়তার বিকাশ। হোমারের ভাষায় 'miracle'—এই miracle সম্ভব হয়েছে মাইমেসিস বা অনুকরণের জন্যই। শিল্প হচ্ছে প্রতিরূপ রচনা—প্রকৃতির প্রতিরূপ—মানবজীবনের প্রতিরূপ সৃষ্টি।

আসল কথা, কবি বা শিল্পী যখন সাহিত্য-সৃষ্টি করেন, তখন তিনি অন্ধভাবে অনুকরণ করেন না। প্রতিভাশীল কবিদৃষ্টির মাধ্যমে সেই অনুকরণকে সৃষ্টির আনন্দে মাধুর্যময় ও তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলেন।

Scanned with CamScanner